চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ: ২১.০৬.২০২৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

সহনশীল সমাজ গঠনে বুদ্ধের বাণী চর্চা প্রয়োজন — চসিক মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা যথাযোগ্য মর্যাদায় ও ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদযাপিত হয়েছে। বুদ্ধ জয়ন্তী উদযাপন পরিষদের উদ্যোগে শনিবার দুপুরে নগরীর সাফা আর্কেড কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত হয় এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। সভাপতিত্ব করেন ডা. কিসিঞ্জার চাকমা এবং সঞ্চালনায় ছিলেন রোমেলা বড়ুয়া।এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন ডাঃ প্রীতি বড়ুয়া, জয়সেন বড়ুয়া, দীপন কান্তি বড়ুয়া,বাবু লিটন বড়ুয়া, বাবু দেবজিৎ বড়ুয়া,বাবু রিপন কুমার বড়ুয়া, সুজন বড়ুয়া, কাজল বড়ুয়া,পরিতোষ বড়ুয়া,পীযুস বড়ুয়া সহ আরো অনেকে।অনুষ্ঠানে মেয়র বলেন, গৌতম বুদ্ধ আমাদের অহিংসা, সহনশীলতা ও মৈত্রীর পথ দেখিয়েছেন। আজকের সমাজে এই মূল্যবোধগুলোকে ধারণ করাই সবচেয়ে জরুরি। আমি যখন চসিকের দায়িত্ব নিই, তখন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম—চট্টগ্রামকে ক্লিন সিটি, গ্রিন সিটি, হেলদি সিটি ও সেফ সিটিতে রূপান্তর করবো। শুধু অবকাঠামো নয়, নাগরিকদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও সহনশীলতা গড়ে তুলেই একটি নিরাপদ নগরী গঠন সম্ভব।"মেয়র বলেন, আজকের বুদ্ধ পূর্ণিমা আমাদের কাছে কেবল একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি একটি মানবিক উপলক্ষ। এই শহর সকল ধর্ম, বর্ণ ও সম্প্রদায়ের জন্য নিরাপদ হবে—এটাই আমাদের অঙ্গীকার।"তিনি আরও বলেন, আমরা একটি এমন সমাজ চাই যেখানে থাকবে না কোনো বিভেদ, বিদ্বেষ কিংবা হিংসা। যেখানে সবাই শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করবে—এটাই প্রকৃত উন্নত নগরীর চিত্র।"জাতীয়তাবাদের প্রসঙ্গে মেয়র বলেন, এক সময় জাতীয়তাবাদ কেবল বাঙালিকেন্দ্রিক ছিল। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এই কাঠামো ভেঙে সব জাতিগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের ধারা প্রতিষ্ঠা করেন। আজ আমরা সেই ঐক্যের পথেই এগিয়ে যাচ্ছি। সকল সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণেই গড়ে উঠবে একটি শক্তিশালী, মানবিক বাংলাদেশ।"মেয়র তার বক্তব্যে স্বাস্থ্যখাতের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে বলেন,আমরা কোভিড মোকাবেলায় সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছি। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ, মা ও শিশু হাসপাতাল, ভেটেরিনারি ইউনিভার্সিটি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন স্থানে এন্টিজেন ও আরটিপিসিআর টেস্টের ব্যবস্থা রয়েছে। যারা এখনও টিকা নেননি, তারা দ্রুত বুস্টার ডোজ নিয়ে নিন। তিনি বর্ষা মৌসুমে ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়ার মতো রোগ প্রতিরোধে সচেতন থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, যত্রতত্র ডাবের খোসা বা প্লাস্টিক-পরিত্যক্ত সামগ্রী ফেলে পানি জমতে দেওয়া যাবে না। জমে থাকা পানিই ডেঙ্গুর উৎস। নাগরিকদের সতর্ক থাকতে হবে।তিনি আরও বলেন, আমি আশ্বাস দিতে আসিনি—আমি কাজ করতে এসেছি। চাই না, এই শহরের একজন নাগরিকও যেন নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন। আসুন, আমরা সবাই মিলে একটি শান্তিপূর্ণ, মানবিক ও উন্নত নগর গড়ে তুলি।"

যোগব্যায়াম শুধু শরীরচর্চা নয়, এটি এক জীবনদর্শন: মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

যোগব্যায়াম শুধু শারীরিক কসরত নয়, এটি একটি জীবনদর্শন—যা আত্মিক শান্তি, শারীরিক সুস্থতা এবং মানসিক ভারসাম্যের এক অনন্য পথ। আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে আজ শনিবার বিকালে চিটাগাং ক্লাবে আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন।তিনি বলেন, "যোগব্যায়াম একটি প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য, যা শরীর ও মনের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করে। এটি শুধু একটি ব্যায়াম নয়, বরং মানব ও প্রকৃতির মধ্যে ঐক্য, আত্মসচেতনতা এবং সার্বজনীন মানবিক চেতনার অনুশীলন।"

এ বছরের প্রতিপাদ্য "One Earth, One Health" প্রসঙ্গে মেয়র বলেন, "এটি অত্যন্ত সময়োপযোগী। আধুনিক জীবনের দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ ও বিচ্ছিন্নতার মধ্যে যোগব্যায়াম আমাদের ভারসাম্য ও অন্তঃশান্তির পথ দেখায়।"করোনা পরবর্তী বিশ্ব বাস্তবতায় সুস্থ শরীর গড়ার গুরুত্ব তুলে ধরে মেয়র বলেন, "করোনাভাইরাস আমাদের শিখিয়েছে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি ও মানসিক প্রশান্তি কতটা জরুরি। এই জায়গায় যোগব্যায়াম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। নিয়মিত যোগচর্চা মানুষকে ভিতর থেকে সুস্থ রাখে এবং সংকট মোকাবিলায় আত্মবিশ্বাস জোগায়।" চট্টগ্রাম শহরে যোগচর্চার প্রসার সম্পর্কে তিনি বলেন, "আমাদের নগরবাসীর মধ্যে যোগব্যায়ামের আগ্রহ ক্রমেই বাড়ছে। আমি বিশ্বাস করি, স্কুল, কমিউনিটি সেন্টার এবং কর্মক্ষেত্রগুলোতে নিয়মিত যোগচর্চা অন্তর্ভুক্ত করা হলে নাগরিকদের স্বাস্থ্য ও মনোবল অনেক উন্নত হবে।"অনুষ্ঠানে চট্টগ্রামে নিযুক্ত ভারতীয়

সহকারী হাইকমিশনার ডা. রাজীব রঞ্জন বলেন, "যোগব্যায়াম শুধু ব্যক্তি নয়, সমাজ ও বিশ্বকে সুস্থতা ও শান্তির দিকে নিয়ে যেতে পারে। 'One Earth, One Health' এই প্রতিপাদ্য আজকের অস্থির বিশ্বে মানবতা, সহমর্মিতা ও ঐক্যের বার্তা বহন করে।"তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন, "যোগ হলো এক ধরণের 'pause button', যা আমাদের ব্যস্ত জীবনে স্থিতি এনে দেয় এবং বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়।"অনুষ্ঠানে ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনের উদ্যোগে আয়োজনে সহযোগিতা করে চিটাগাং ক্লাব, ফোরএইচ গ্রুপ এবং কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন। এতে বিভিন্ন বয়সী যোগচর্চাকারী, শিক্ষার্থী, পেশাজীবী ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

অনুষ্ঠানের শেষভাগে অতিথিরা একসাথে যোগব্যায়ামের প্রদর্শনীতে অংশ নেন এবং সুস্থ, সচেতন ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনের আহ্বান জানান।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮